তারিখ 2 0 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সংবাদ

ছাত্রলীগ-শিবির-ব্যবসায়ী সংঘর্ষ কারমাইকেল কলেজ রণক্ষেত্র

জেলা বার্তা পরিবেশক,রংপুর

গতকাল মঙ্গলবার রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্র শিবিরের দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষ, ক্যাডারদের গুলিবর্ষণ, বাজারে হামলা, অর্ধ শতাধিক দোকান ভাঙচুর ও মালামাল লুট, পুলিশের রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ঘটেছে। এতে ২ ফটো সাংবাদিক ও পুলিশসহ শতাধিক ছাত্র-ব্যবসায়ী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (বিকেল সাড়ে ৫টা) কলেজের প্রধান গেটের কাছে ছাত্রলীগ কর্মীরা অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিল। ছাত্রলীগ আজ বুধবার থেকে

রংপুর : গতকাল কারমাইকেল কলেজে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র অবস্থান —সংবাদ

রণক্ষেত্র : কারমাইকেল কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দিষ্টকালের ধর্মঘট আহ্বান করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা ছে, বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার তায় আসার পর দীর্ঘ ৫ বছর উত্তর পদের ঐতিহ্যবাহী রংপুর কারমাইকেল বিদ্যালয় কলেজ ছাত্র শিবির পুরোপুরি দ্রণ করে আসছিল। এ সময়ের মধ্যে রা ছাত্রদলকেও ক্যাম্পাসে মিছিল করতে ত না বা দিলেও তাদের অনুমতি নিয়ে ছল-সমাবেশ করতে হতো। অন্যদিকে ত্রলীগসহ অন্যসব ছাত্র সংগঠনকে স্ত ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতেই দেয়নি বর ক্যাডাররা। ফলে কোন ছাত্র গঠনই কলেজ ক্যাম্পাসে তাদের কোন কাণ্ড পরিচালনা করতে পারেনি।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে ত্রলীগের একটি বিরাট মিছিল কলেজ ম্পাসে প্রবেশ করলে শিবির ক্যাডাররা লা চালায়। এ সময় দু'পক্ষের মধ্যে য়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ শুরু হয়। ত্রলীগ অভিযোগ করেছে, শিবির ডাররা পিস্তল, পাইপগান নিয়ে গুলি তে ছুড়তে তাদের ওপর হামলা চালায়। পর্যায়ে শিবিরের ধাওয়ার মুখে ছাত্রলীগ র্মীরা টিকতে না পেরে পিছু হটার সময় বর ক্যাডাররা বেপরোয়া হামলা চালালে র্ষ বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় লজ সংলগ্ন লালবাগ বাজারে শিবির ডাররা অর্ধ শতাধিক দোকানে হামলা নিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও মালামাল লুট র বলে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন। শ ওই সময় শিবির ক্যাডারদের নিবৃত করে ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর বেদম ঠিচার্জ করে। এতে ১০ ছাত্রলীগ তাকর্মী আহত হন। এরপর বেলা ১২টার ক দোকানে হামলা-ভাঙচুরের প্রতিবাদে সায়ী, ছাত্রলীগ ও জাপা সমর্থিত ছাত্র াজের নেতাকর্মীরা সম্মিলিতভাবে বারও কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে র সংঘর্ষ বাঁধে। এ সময় শিবির ডাররা আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মহড়া দিতে ক। উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা য়া ও সংঘর্ষ চলে দুপুর ৩টা পর্যন্ত। এ য় কলেজে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে ভন্ন কক্ষে আশ্রয় নেয়। সংঘর্ষ চলাকালে শ ২০ রাউন্ড রাবার বুলেট ও কাঁদানে স নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে। সংঘর্ষে শ সার্জেন্ট সেকেন্দারসহ শতাধিক সায়ী-ছাত্র আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ছাত্রকে রংপুর মেডিকেল কলেজ স্পাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ চলা অবস্থায় ছবি তুলতে গেলে 'সংবাদ'র ফটো সাংবাদিক সাকিল আহমেদ ও ফটো সাংবাদিক হিরু আহত হয়। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া-সংঘর্ষ চলতে থাকলে কলেজের আশপাশের দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আতঙ্কে মানুষ বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। পরে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার ইকবাল হোসেন ও ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

লালবাগ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, শিবির ক্যাডাররা অর্ধ শতাধিক দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও মালামাল লুট করেছে। বাধা দিতে গিয়ে উল্টো পুলিশের রাবার বুলেটের আঘাতে আহত হয়েছেন লালবাগ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান শাহীন। শিবির ক্যাডারদের হামলায় যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আশা স্টুডিও, সোহান স্টোরসহ পান, মুদিদোকানসহ প্রায় ৫০টি দোকান। ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন, শিবির ক্যাডাররা কলেজ ক্যাম্পাসসহ পুরো এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা অভিযোগ করেছে, পুলিশ ব্যবসায়ীদের রক্ষা না করে বরং তাদের লাঠিপেটা ও রাবার বুলেট ছুড়েছে, অন্যদিকে শিবির ক্যাডারদের নিরস্ত্র না করে